৫.৪. বাক্যার্থের মানদণ্ড (Criteria of Sentence-meaning)

অর্থপূর্ণ বাক্যই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অনেকে (ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীগণ — Logical Positivists) দর্শনের বিরুদ্ধেই একটি জোরালো অভিযোগ এনে বলেন, দর্শনে এমন অনেক বাক্য আছে যাদের ব্যাকরণগতভাবে 'বাক্য' বলে মনে হলেও ন্যায়গতভাবে (logically) অবাক্য, কেননা সেসব অর্থহীন। **অর্থহীন বাক্যে সত্য অথবা মিথ্যা কোন বচনই প্রকাশ পায়** না। বাক্য যদি অর্থহীন হয় তাহলে সেই ঘোষণাটিকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না তেমনি মিথ্যারূপে বর্জন করাও যায় না।

প্রসঙ্গত, 'অর্থহীন' এবং 'মিথ্যা'র মধ্যে পার্থক্য জনা প্রয়োজন, কেননা তা তত্ত্বালোচনায় একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুটি শব্দই আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর। আমরা প্রায়শই অর্থহীনকে 'মিথ্যা' বলি অথবা মিথ্যাকে 'অর্থহীন' বলি। কিন্তু 'অর্থহীন' ও 'মিথ্যা'র মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং পার্থক্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। **'মিথ্যা' কথাটি নিন্দাসূচক হলেও 'অর্থহীন' কথাটি অধিকতর নিন্দাসূচক।** ক-এর অভিমতকে যদি 'মিথ্যা' বলে নিন্দা করা হয় তাহলে সেই নিন্দার সঙ্গে কিছুটা প্রশংসাও মিশ্রিত থাকে, কেননা অভিমতটি যে অর্থপূর্ণ, এটা স্বীকার করা হয়। অর্থবোধ না হলে কোন বাক্যকে 'মিথ্যা' বলা যায় না। এখানে ক-ব্যক্তি প্রসঙ্গে এটাই বলা হয় যে, 'তোমার কথাগুলি মিথ্যা হলেও (নিন্দা) তাদের অর্থ আছে (প্রশংসা)'। পক্ষান্তরে, ক-

Scanned by CamScanner

এর অভিমতকে যদি 'অর্থহীন' বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে কেবল নিন্দাই প্রকাশ পায়। এখানে ক-প্রসঙ্গে এটাই বলা হয় যে, 'তোমার কথাগুলি অপাঙ্‌তেয়, ওগুলি কোন কথাই নয়, কেননা মিথ্যা হবার যোগ্যতাও তাদের নেই—ওগুলি অর্থহীন হ-য-ব-র-ল'। 'মঙ্গলগ্রহে জীব আছে' কথাটি মিথ্যা হতে পারে কিন্তু অর্থপূর্ণ (অর্থপূর্ণ বলেই বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গলগ্রহে যাবার এত প্রচেষ্টা করে চলেছেন)। 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে' বাক্যটিকে 'মিথ্যা' বলাও যায় না, বাক্যটি অর্থহীন অবাক্য।

সঙ্গতভাবেই তাই প্রশ্ন দেখা দেয়—**বাক্যার্থ-নির্ধারক শর্তগুলি (মানদণ্ড) কি কি ?** কোন অবস্থায়, কি কি শর্ত পূরণ করলে, একটি বাক্য অর্থপূর্ণ হতে পারে ? দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করি তাদের অর্থপূর্ণ বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা যায়। যেমন—

সে একটি চেয়ারে বসে আছে।

মঙ্গল গ্রহের দুটি চাঁদ আছে।

কিছু কুকুর সাদা।

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান।

সরীসৃপ শুনতে পায় না।

আয়তনে কলকাতা শহর বর্ধমান শহর থেকে বড়।

তোমার ঘরের পর্দাগুলি বড় ময়লা, ইত্যাদি।

আবার, এমন কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যাদের ব্যাকরণগতভাবে 'বাক্য' বলা গেলেও সেগুলি অর্থহীন। যেমন—

সবুজ ধারণাটি ঘুমাচ্ছে।

সাত সংখ্যাটি নীল।

দ্বিঘাত সমীকরণ খেলা করতে যায়।

সে একটা থামের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।

বইগুলি বিড়ালছানা পান করে।

তোমার হাত ঘড়িটা বিশ্বের ওপরে।

১-এর বর্গমূল লাল, ইত্যাদি।

এইসব বাক্যকে কেন অর্থহীন বলা হবে ?—অধ্যাপক হস্‌পার্স এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন — **'এ-জাতীয় বাক্যকে 'অর্থহীন' না বলে 'মিথ্যা' বললে তাদের অতিরিক্ত মর্যাদা বা মূল্য দেওয়া হয়।** অর্থহীন বাক্যকে 'মিথ্যা' বলাও যায় না—কোন বাক্যের অর্থবোধ না হলে বাক্যটির সত্যমূল্য বিচার (সত্য না মিথ্যা-এমন বিচার) হতে পারে না। কোন বাক্যকে তাই

Scanned by CamScanner

'মিথ্যা' বলতে গেলে এটা মানতে হয় যে, বাক্যটির অর্থবোধ আমাদের হয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি অর্থপূর্ণ। উপরোক্ত বাক্যগুলির যেকোন একটিকে 'মিথ্যা' বলতে হলে, এই যুক্তিতে, তাদের প্রত্যেকটিকে 'অর্থপূর্ণ' বলতে হয়। 'সবুজ ধারণাগুলি ঘুমাচ্ছে' এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ এবং মিথ্যা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেবে—'সত্য কথাটি তাহলে কি হবে' ? তাহলে কি বলতে হবে 'সবুজ ধারণাগুলি জেগে আছে, খেলা করছে' ? অথবা বলতে হবে, 'সবুজ নয়, লাল ধারণাগুলি ঘুমাচ্ছে' ? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। ধারণা কি রঙিন (লাল/সবুজ) হতে পারে, তারা কি ঘুমাতে অথবা খেলা করতে পারে ? —এজাতীয় প্রশ্ন আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর। কাজেই এজাতীয় বাক্যকে 'মিথ্যা' না বলে 'অর্থহীন' বলাই সমিচীন।

অর্থহীনতার (অথবা অর্থপূর্ণতার) মানদণ্ড সম্পর্কেও দর্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত নেই। একই বাক্যকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দার্শনিক অর্থহীন বলেন। তেমনি আবার, অনেক বাক্য সম্পর্কে, বিশেষ করে ধর্মীয়বাক্য সম্পর্কে, বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন—'ঈশ্বর আছেন', 'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন', 'ঈশ্বর আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেন', 'ঈশ্বর হলেন বহুকে নিয়ে এক' ইত্যাদি বাক্যকে অনেকে বলেন অর্থহীন, অনেকে বলেন অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, আবার অনেকে বলেন অর্থপূর্ণ সত্যবাক্য,এবং তাঁরা নিজ নিজ অভিমতের সমর্থনে যুক্তিও প্রদর্শন করেন। কাজেই, বাক্যার্থের মানদণ্ড সম্পর্কে সর্বজনসম্মত কোন মানদণ্ড নেই। অধ্যাপক হস্‌পার্স অর্থপূর্ণতার (বা অর্থহীনতার) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডের উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) **কল্পনাযোগ্যতা** (Imaginability) :

বাক্যার্থ নির্ধারণের এই মানদণ্ড অনুসারে, **কোন বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি ঐ বাক্যোক্ত বিষয়ের বা পরিস্থিতির কল্পনা আমরা করতে পারি**। যদিও আমরা জানি বরফ লাল হয় না, তবু লাল বরফের কল্পনা আমরা করতে পারি, লাল বরফের মনশ্চিত্র আমরা গঠন করতে পারি। কাজেই, বাস্তবে বরফ লাল না হলেও, কল্পনাযোগ্যতা মানদণ্ড অনুসারে, 'বরফ হয় লাল' বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে। তেমনি, নরসিংহ (মানুষের দেহে সিংহের মাথা), মৎসকন্যা (মাছের দেহে স্ত্রীলোকের মাথা), হাঁসজারু (অর্ধাঙ্গ হাঁসের আর অর্ধাঙ্গ সজারুর) বাস্তবে না থাকলেও ঐসব বিষয়ের কল্পনা আমরা করতে পারি অর্থাৎ তাদের মানস-প্রতিরূপ গঠন করতে পারি। এজন্য নরসিংহ ইত্যাদি বিষয়ক বাক্যগুলিও, এই মানদণ্ড অনুসারে, অর্থপূর্ণ বলে গ্রাহ্য হবে। **এই মানদণ্ড অনুসারে কেবলসেইসব বাক্যই অর্থহীন বলে গণ্য হবে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতিকে আমরা কল্পনা করতে পারিনা, তাদের মনশ্চিত্র গঠন করতে পারি না।**

অধ্যাপক হস্‌পার্স অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটিকে সঠিক বলেননি, কেননা মানদণ্ডটি গ্রহণ করলে অনেক অর্থপূর্ণ বাক্যকেও অর্থহীন বলতে হয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বাক্যে উল্লিখিত বিষয় বা পরিস্থিতি কল্পনা করা না গেলেও বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয়। 'কোটিভুজক্ষেত্র' কথাটির মানে আমরা জানি কিন্তু কোটিভুজ ক্ষেত্রের মানসিক ছবি আমরা গঠন করতে পারিনা।

Scanned by CamScanner

তর্কের খাতিরে যদি কেউ বলে যে, সে বিষয়টির মনশ্চিত্র গঠন করতে পারে তাহলে তাকে কোটিভূজ ক্ষেত্রের প্রতিরূপের সঙ্গে কোটিভূজএক ক্ষেত্রের প্রতিরূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে, যা তার পক্ষেও সম্ভব হবে না। কাজেই, মানতে হয় যে, কোটিভূজ ক্ষেত্রের কল্পনা সম্ভব নয়, যদিও কোটিভূজক্ষেত্র বিষয়ক বাক্যের অর্থ আমরা জানি।

আবার, এমন অনেক অর্থপূর্ণ বাক্য আছে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বিষয় নয়, যেখানে বিষয়টি এমনই অমূর্ত যার কোন মামস-প্রতিরূপ গঠন করা সম্ভব হয় না। যেমন, সততা, দয়া, বিচক্ষণতা, ইত্যাদি। 'সততা একটি কাঙ্খিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য', কথাটি শুনে আমাদের মনে ঐ সততা সম্পর্কে কোন মনশ্চিত্র আবির্ভূত হয় না। কথাটি শুনে আমাদের মনে যদি কোন মনশ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটে তাহলে তা হবে বিশেষ কোন ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠ সৎ আচরণের মনশ্চিত্র, বিশুদ্ধ সততার নয়। বিশেষ কোন সৎ আচরণ এবং সততা অভিন্ন বিষয় নয়। কাজেই মানতে হয় যে সততার মনশ্চিত্র সম্ভব নয়। কিন্তু সততার মনশ্চিত্র সম্ভব না হলেও সততা-বিষয়ক বাক্য আমাদের কাছে অর্থহীন নয়। 'সততা একটি কাঙ্খিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' বাক্যটি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ।

সর্বোপরি, কল্পনাযোগ্যতাকে অর্থের মানদণ্ড বললে কোন বাক্যের সাধারণ অর্থ বলে, সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। কল্পনা-সামর্থ্য সব মানুষের একরকম হয় না, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একই বাক্যে বর্ণিত বিষয়কে একজন একভাবে, অন্য ব্যক্তি অন্যভাবে কল্পনা করতে পারে, আবার অন্য কোন ব্যক্তি হয়ত কোন ভাবেই কল্পনা করতে পারে না। এমনক্ষেত্রে প্রথম দুইজন ব্যক্তির কাছে বাক্যটির দুটি ভিন্ন অর্থ হবে, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বাক্যটি অর্থহীন হবে। বাক্যার্থের এই রকম ব্যক্তিনির্ভর মানদণ্ডকে যুক্তিযুক্তরূপে গণ্য করা যায় না।

(২) বর্ণনাযোগ্যতা (Describability)

বাক্যার্থ নির্ধারণের এই মানদণ্ড অনুসারে, **একটি বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি সমার্থক শব্দ বা অন্য কোন শব্দের সাহায্যে বাক্য-উল্লিখিত পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়।** অর্থাৎ একটি বাক্যে উল্লিখিত পরিস্থিতিকে যদি অন্য বাক্যে বর্ণনা করা যায় তাহলে মূল বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে, আর বর্ণনা করা না গেলে তা অর্থহীন হবে। এক বাক্যের অর্থকে বুঝতে হলে তাকে অন্য বাক্যে, ভিন্ন শব্দযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করতে হয়। 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে' বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কেননা বাক্যটিতে যে পরিস্থিতির কথা বলা হয় তাকে আমরা এভাবে, সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করে, বর্ণনা করতে পারি—'ঈশান দিকের আকাশে জমে থাকা মেঘ প্রবল গতিতে এই দিকে এগিয়ে আসছে।' দুর্বোধ্য বাক্যের অর্থকে আমরা সাধারণত এভাবেই প্রকাশ করে থাকি।

অধ্যাপক হস্‌পার্স অর্থের এই মানদণ্ডটিকেও সমর্থন করেননি ; কেননা—

প্রথমত, বাক্যে উল্লিখিত পরিস্থিতির বর্ণনার জন্য অনেক সময় সমার্থক শব্দ অথবা প্রায়-সমার্থক শব্দ থাকে না। আবার, সমার্থক শব্দ থাকলেও তার দ্বারা পরিস্থিতি বর্ণনা করা যায় না ; কেননা এমন হতে পারে যে, শ্রোতা ঐ শব্দের অর্থ জানে না।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার কোন শব্দের মাধ্যমেই পরিস্থিতির বর্ণনা করা যায় না। এখানে কেবল বিষয়-প্রদর্শনের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ প্রকাশ করতে হয়, এবং বিষয় প্রদর্শন বিষয়ের বর্ণনা নয়। যেমন, 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি' বাক্যটি কেবল তার কাছেই অর্থপূর্ণ হবে যে কোন না কোন সময় উদ্বিগ্ন বোধ করেছে এবং ঐ বোধের ওপর নির্ভর করে সে 'উদ্বিগ্ন' শব্দটির অর্থ জেনেছে। কিন্তু যার কখনো উদ্বেগের অভিজ্ঞতা হয়নি এবং ফলত 'উদ্বেগ' শব্দটির মানে জানা নেই, তার কাছে 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটি অর্থহীন মনে হবে। এই প্রকারে, অপরোক্ষ আত্ম-অনুভব সংক্রান্ত সব বাক্যকেই অর্থহীন বলতে হবে, যদিও এজাতীয় বাক্যকে আমরা অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করি। কাজেই বলতে হয় যে, অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট—অনেক অর্থপূর্ণ বাক্য (যেমন, 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি') এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থহীনরূপে গ্রাহ্য হয়।

তৃতীয়ত, এই মানদণ্ড অনুসারে আবার অনেক অর্থহীন বাক্য অর্থপূর্ণ বাক্যের মর্যাদা লাভ করে, অর্থাৎ মানদণ্ডটি গ্রহণ করলে অনেক অর্থহীন বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলতে হয়। অনেকে এমন দাবী করতে পারেন যে তথাকথিত অর্থহীন বাক্যে যেসব পরিস্থিতির কথা বলা হয় তাদেরও বর্ণনা করা চলে ; কাজেই ঐ সব বাক্য আসলে অর্থপূর্ণ, অর্থহীন নয়। দুটি বাক্যের—একটি অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, অন্যটি সাধারণভাবে অর্থহীন (কাজেই, না সত্য, না মিথ্যা)—উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল : (১) 'ঝরণার জল পাহারের ওপর দিকে বয়ে যাচ্ছে' এবং (২) 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে'। প্রথম বাক্যটির, যা অর্থপূর্ণ কিন্তু মিথ্যা, পরিস্থিতি বর্ণনায় বলা যায় যে—'ঝরণার জল যে পাহারের ওপর দিকে বয়ে যাচ্ছে, এটাই হল বাক্য-উল্লিখিত পরিস্থিতি'। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যের পরিস্থিতি বর্ণনায় অনেকে বলেন যে, 'শনিবার যে বিছানায় শুয়ে আছে, এটাই হল বাক্য-উল্লিখিত পরিস্থিতি'। এঁদের মতে, দ্বিতীয় বাক্যের পরিস্থিতিকে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলা যায়, 'শুক্রবারের পরের দিন শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে, এটাই হল পরিস্থিতি।' কিন্তু এভাবে (কষ্ট-কল্পিতভাবে) দ্বিতীয় বাক্য-সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির বর্ণনা করা গেলেও ঐ উদ্ভট বাক্যটিকে আমরা অর্থপূর্ণ বলতে পারি না। কাজেই, বলতে হয় যে অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি অতিব্যাপক দোষেও দুষ্ট—অনেক অর্থহীনবাক্য (যেমন—'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে') এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হয়। বর্ণনাযোগ্যতাকে এজন্য অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডরূপে গণ্য করা সঙ্গত হবে না।

(৩) সত্যতার শর্ত (Truth-conditions)

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ড অনুসারে, **যদি কোন্ অবস্থায় একটি বচন সত্য হতে পারে তা বলা যায়, তাহলেই বচনটিকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে**। অবশ্য বচনটি সত্য না হয়ে মিথ্যা হলেও কোন ক্ষতি নেই। কোন্ অবস্থায় বচনটি সত্য হতে পারে, এইটুকু বলা গেলেই বচনটিকে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করা যাবে। আমরা জানি যে ঝরণার জল পাহাড় গাড়িয়ে নীচে নামে। আমরা জানি যে, 'ঝরণার জল পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যায়' বচনটি আদৌ সত্য নয়, মিথ্যা। তবে, বচনটি মিথ্যা হলেও আমরা এটা বলতে পারি যে কোন্ অবস্থায় বচনটি সত্য হতে পারে। ঝরণার জল যদি নীচে না নেমে পাহাড়ে ওপরের দিকে ওঠে তাহলে কথাটি সত্য হবে—এটা আমরা বলতে পারি। কাজেই বচনটি অর্থপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটিকেও অধ্যাপক হস্‌পার্স সমর্থন করেননি, কেননা বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডের সঙ্গে এই মানদন্ডটির তেমন কোন প্রভেদ নেই। বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডে 'পরিস্থিতি বর্ণনা'র কথা বলা হয়, আর 'সত্যতার-শর্ত' মানদণ্ডটিতে 'সত্য হবার মতো অবস্থাকে বলা'র কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই দুটি বাক্যাংশের ব্যঞ্জনা একই। 'পরিস্থিতির বর্ণনা' যেমন বাচনিক, 'অবস্থার বিবরণ'ও তেমনি বাচনিক। যেখানে সমার্থক শব্দ বা অনুরূপ শব্দ থাকে না সেখানে বচনের মাধ্যমে যেমন পরিস্থিতির বর্ণনা (বর্ণনাযোগ্যতা) করা যায় না, তেমনি 'অবস্থার বিবরণ' (সত্যতার শর্ত) দেওয়াও যায় না।

কাজেই, যে সব দোষের জন্য বর্ণনাযোগ্যতা মানদণ্ডটিকে গ্রহণ করা যায় না, সেই একই প্রকার দোষের জন্য এই মানদণ্ডটিকেও গ্রহণ করা যায় না।

তাছাড়া, 'পরিস্থিতির বর্ণনায়' যেমন মূল বচনটির পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তেমনি 'সত্য হবার মতো অবস্থার উল্লেখ' করতে গেলেও মূল বচনটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। যেমন, 'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে' এই বচনটির অর্থপূর্ণতা প্রসঙ্গে বলতে হয়—'শনিবার বিছানায় শুয়ে আছে এটাই হল সেই অবস্থা যা বচনটিকে সত্য হতে সাহায্য করে'।

স্পষ্টতই, এই মানদণ্ড (সত্যতার শর্ত) অনুসারে কোন অর্থহীন বচনকে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করতে হয় ; কেননা প্রত্যেক অর্থহীন বচন প্রসঙ্গে এমন বলা যেতে পারে যে—ঐ বাক্যে যে অসম্ভব অবস্থার কথা বলা হয়েছে তাকে সম্ভব বলতে (বিবরণ দিতে) পারলে বচনটি অর্থপূর্ণ হবে। শনিবারের বিছানায় শুয়ে থাকার মতো অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার মতো অবস্থার উল্লেখ করতে পারলেই ঐ অর্থহীন বচনটি অর্থপূর্ণ হবে। স্পষ্টতই, এই অতিব্যাপক মানদণ্ডটি অনুসরণ করলে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন বচনের প্রভেদ লুপ্ত হয়।

(৪) অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি জানা (Knowing what it is like)

এই মানদণ্ড অনুসারে, বাক্যোক্ত পরিস্থিতি বর্ণনা করা না গেলেও, বাক্যটি কোন অবস্থায় সত্য হবে তা বলা না গেলেও, **বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে যদি বাক্যটিকে সত্যরূপে গণ্য করার মতো অনুরূপ কোন বিষয় বা পরিস্থিতির উল্লেখ করা যায়।** আমরা জানি 'বরফ সাদা' কথাটা সত্য এবং 'বরফ গোলাপী' কথাটা মিথ্যা। 'বরফ গোলাপী' কথাটা মিথ্যা হলেও, পরিস্থিতি কিসের অনুরূপ হলে কথাটা সত্য হতে পারে তা আমরা বলতে পারি। বরফ যে জমাটজল তা আমরা জানি, আবার গোলাপী রঙ যে একটা বস্তুধর্ম তাও আমরা জানি। বরফে গোলাপী রঙ আশ্রিত হবার মতো অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে 'বরফ গোলাপী' কথাটা সত্য হবে, এটা আমরা বলতে পারি। কাজেই, 'বরফ গোলাপী' কথাটা বাস্তবে মিথ্যা হলেও অর্থপূর্ণ। তেমনি আমরা জানি 'মাছিরা ওড়ে' কথাটা সত্য এবং 'হাতিরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা। তবে 'হাতিরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা হলেও পরিস্থিতিটা কিসের অনুরূপ হলে কথাটা সত্য হতে পারে তা আমরা বলতে পারি। ওড়া-ক্রিয়াটি (মাছির মতো) হাতির বৈশিষ্ট্য হলে 'হাতিরা ওড়ে' কথাটা যে সত্য হবে তা আমরা জানি। কাজেই 'হাতিরা ওড়ে' কথাটা মিথ্যা হলেও অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'শনিবার ঘুমাচ্ছে' কথাটি অর্থহীন, কেননা আমরা এমন কোন অনুরূপ পরিস্থিতির উল্লেখ করতে পারিনা যেখানে কথাটা সত্য হতে পারে।

Scanned by CamScanner

স্পষ্টতই, যেখানে বাক্যোক্ত পরিস্থিতির বা বিষয়ের অনুরূপ পরিস্থিতি বা বিষয় থাকে সেখানে এই মানদণ্ডটি প্রয়োগ করে সহজেই বলা যায় যে বাক্যটি অর্থপূর্ণ। যে লোক কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ জানে না কিন্তু অনুরূপ নিমপাতার (অনুরূপতার মধ্যে মিল এবং অমিল দুটোরই প্রয়োজন) স্বাদ জানে, তার কাছে 'কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ নিমপাতার স্বাদের মতো তেতো' কথাটা অর্থপূর্ণ হবে। যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি থাকে না সেখানেই বাক্যটি অর্থহীন হয়। যেমন—'শনিবার ঘুমাচ্ছে'। এখানে 'শনিবারের ঘুমটা রবিবারের ঘুমের মতো' এমন বলা যাবে না, কেননা রবিবারও শনিবারের মতো সপ্তাহের একটা বার বা দিন এবং এমন ক্ষেত্রে 'রবিবারের ঘুমটা কার মতো' ? এমন প্রশ্ন দেখা দেবে। কাজেই বলতে হয় যে, 'শনিবার ঘুমাচ্ছে' কথাটা অর্থহীন।

অর্থপূর্ণতার এই মানদণ্ডটি আসলে 'বর্ণনাযোগ্যতা' মানদণ্ডের নামান্তর মাত্র। 'পরিস্থিতির বর্ণনা' যেমন শব্দিক, 'অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতির উল্লেখ'ও তেমনি শব্দিক। উভয় ক্ষেত্রে শব্দকে আশ্রয় করে বিবরণ দিতে হয়। হস্‌পার্স এই মানদণ্ডটির (অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি জানা) দুটি দোষের উল্লেখ করেছেন :

(১) বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতিকে বোঝাতে গেলে ঐ বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সমার্থক শব্দের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক সময় বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সমার্থক শব্দ থাকে না। এমন ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয় বা পরিস্থিতিটা কেমন তা বোঝানো যায় না এবং তার ফলে অনেক অর্থপূর্ণ বাক্যকে অর্থহীন বলতে হয়। 'লাল'-এর সমার্থক শব্দ হয় না। লাল কেবল লালই, ... কিছুর অনুরূপ নয়। তাহলে 'আমার লাল-এর সংবেদন হচ্ছে' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটিকে এই মানদণ্ড অনুসারে অর্থহীন বলতে হয়।

(২) এমন কিছু অর্থপূর্ণ বাক্য আছে যেখানে বাক্যোক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির অনুরূপ বিষয় নেই। 'আমার মাথা-ব্যাথ্যা করছে' এই বাক্যে যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার অনুরূপ কোন বিষয় নেই। 'মাথা-ব্যাথা' কেবল মাথা-ব্যাথাই—দাঁত-ব্যাথা, পেট-ব্যাথা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'কাল্‌মেঘ পাতার স্বাদ নিমপাতার স্বাদের মতো' এমন বলা গেলেও একথা বলা যাবে না যে 'মাথা-ব্যথা দাঁত-ব্যাথার মতো'। কাজেই, এই মানদণ্ড অনুসারে 'আমার মাথা-ব্যাথা করছে' এই অর্থপূর্ণ বাক্যটিকে অর্থহীন বলতে হবে।

Scanned by CamScanner